ISLAMIC PEDAGOGY: AN ANALYSIS FROM THE QUR'ANIC POINT OF VIEW

ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞান: আল-কুরআনের আলোকে একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ*[1] এবং আব্দুল্লাহ আল-আমীন**

MUHAMMAD OBAIDULLAH*
ABDULLAH AL-AMIN**

ABSTRACT

The article tries to show the nature and articulate a model of Islamic pedagogy. It describes the concept of Islamic education and its nature, significance, principles, objectives and aims in brief. It is known to us that the existing education systems in the contemporary world are failed in many cases from various points of views. Therefore, it is freequently observed that highly educated persons are also involved in corruptions and other illegal actions. The money and power become the two mostly desired goals of this life. As a result, peace and harmony are being quite impossible issues in the society. Killing innocent people, kidnapping, hijacking, roboring, fightining each other, religious riots are, therefore, freequently observed in the society and become headache for the concerned people. They are trying to overcome the situation but failed. In the west, their education systems are really appreciatable from worldly views as they are growing up faster and their developments are mentionable. However, they are not happy and a good number of people are committing suicide to escape their achievement. Because, those education systems are failed to provide moral and ethical education to them. They are frustrated as they do not understand the meaning of life and its finality. The situation can be changed through Islamic education as it integrates both worldly and eternal education and provide a real life to the people. This education teaches them that they are responsible for such works and they will be asked for them as they are accountable for all he/she does in this world. It is also mentionable that human thinking is limited and narrow from any sense. On the other hand, Allah knows everything. His education system, therefore, a completed education system that could be most useful for any society and generation in any context. Islam as the last and final code of life, its education system is also complete. However, there are many conceptions about Islamic education and its pedagogy. This paper, therefore, tries to eradicated those conceptions and provides such strategically suggestions to implement Islamic pedagogy into the education system and to be highly benefited from it. This article will be useful for the policy makers, academicians, researchers, students and those who are interested in learning about the Islamic pedagogy in true sense. The methodology used in this study is discriptive and analytic. The main two sources of Islamic knowledge, the Qur'an and the Hadith have been considered as primary sources of this study. Other secondary sources have also been studied carefully and qouted frequently to show the results of the study.

Keywords: Islam, Islamic Education, Pedagogy, Teaching Methodology, Qur`an.

[1]. সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা, সেন্টার অব জেনারেল এডুকেশন, মানারাত ইন্টারন্যাশন্যাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ; পিএইচডি ফেলো, আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

* Center of General Education, Manarat International University, Dhaka, Bangladesh obaidiub@gmail.com

** Dept of Al-Qur`an and Islamic Studies, Islamic University, Kushtia, Bangladesh

প্রতিপাদ্যসার

প্রবন্ধটিতে কুরআনের আলোকে ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার পরিচয়, প্রকৃতি, গুরুত্ব, মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব শিক্ষার গুণগত মান এবং এ থেকে অর্জিত ফলাফল নিয়ে অনেকটাই ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে প্রায় প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থাপনায়। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও তাই জড়িয়ে পড়ছে নানাবিধ অন্যায়-অবিচারে, অপরাধে। অর্থ ও ক্ষমতা মূখ্য হওয়ায় নীতি-নৈতিকতা হারিয়ে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে যেখানে শান্তি একটি অলিক কল্পনা মাত্র। বিশৃংখলা, হানাহানি, হত্যা, রাহাজানি, গুম, খুন, নির্যাতন, নিষ্পেষণ সেখানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সমাজে ব্যক্তির অবস্থান সেখানে নির্ধারিত হচ্ছে অর্থ ও ক্ষমতার হিসেবে। হোক তা অবৈধ উপায়ে অর্জিত। এ সবকিছুর মূল কারণ হলো মানবতা সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর তাই বিশ্বের বিবেকবান মানুষেরা খুঁজে ফিরছে এমন একটি গুণগত শিক্ষাব্যবস্থা যা এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে পারবে বিশ্বমানবতাকে। কিন্তু একই সময়ে তারা ধর্মীয় শিক্ষাকে উপেক্ষা করছে। এ কারণে সত্যিকারের গুণগত শিক্ষার রূপরেখা কোনোভাবেই পূর্ণাতা লাভ করছে না। এ পরিস্থিতির অন্যতম আরো একটি কারণ হলো, মানব চিন্তার সুফল ক্ষণস্থায়ী এবং পরিস্থিতি নির্ভর। অপরদিকে ধর্মীয় শিক্ষা সর্বকালের, সকল পরিস্থিতিতে সকলের জন্য কল্যাণময়। কারণ, এটি সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রণীত যিনি অতীতের অভিজ্ঞতা, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত। তাই তাঁর প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থাও সকলের জন্যে কার্যকরী। ধর্মীয় এসব শিক্ষাব্যবস্থার সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। ইসলাম সর্বশেষ, পূর্ণাঙ্গ ও আল্লাহর মনোনিত ধর্ম হিসেবে তার শিক্ষাব্যবস্থাও তাই পূর্ণাঙ্গ, যুগোপযোগী এবং সর্বকালের জন্য কার্যকরী। এখানে সমন্বিত করা হয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে। তাই এ শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন মানবতার বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের জন্য জরুরি। অত্র গবেষণা প্রবন্ধটিতে সেসব বিষয়কে এমনভাবে তুলে ধরে কিছু প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে যাতে তা শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত কর্তাব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্টদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং এ শিক্ষাব্যবস্থা সমাজে বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়। প্রবন্ধটিতে ফলাফল নির্ণয়ে পর্যালোচনামূলক ও বিশ্লেষাণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

শব্দসংকেত: ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা, শিক্ষাবিজ্ঞান, শিক্ষাপদ্ধতি, কুরআন।

১. ভূমিকা

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা যা জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়কে এমনভাবে সমন্বিত করে যাতে ব্যক্তি দুনিয়াবী কল্যাণের পাশাপাশি মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও সফলকাম হয়। ইহজাগতিক প্রত্যেকটি বিষয়কে তাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হয়েছে এ শিক্ষাব্যবস্থায়। লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে দুনিয়ার শান্তি এবং পরকালীন চূড়ান্ত মুক্তি ও সফলতা। যে কারণে এ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের জন্যে কল্যাণকর হিসেবে সাব্যস্ত হয়। রাসূল (স.)-এর জীবনে এ শিক্ষাব্যবস্থার সত্যিকারের বাস্তবায়ন আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবিরা ছিল এ শিক্ষা ধারার প্রথম যুগের উপকারভোগী। রাসূল (স.) মাত্র

২৩ বছরের নবুয়তি জীবনে উপহার দিতে পেরেছিলেন সত্যিকারের কিছু আলোকিত মানুষ যারা পুরো বিশ্বটাকেই পরিবর্তনের ঝলক দেখিয়েছিলেন। অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি জাতিকে বিশ্বের কাছে সবচেয়ে সভ্য এবং অনুসরণীয় হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। রাসূল (স.) এর অবদানের মূল কারণ ছিল কুরআনের শিক্ষাব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়ন। তিনি তাঁর জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রকৃত অর্থে কুরআনের বাস্তব নমূনা রূপে। এ শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর জীবনাবসানের মধ্যদিয়ে কিংবা ক্ষণিকের জন্য সফলতা দেখিয়ে শেষ হয়ে যায়নি। বরং তা ছিল ভবিষ্যতের জন্যে উদাহরণস্বরূপ। এ শিক্ষাব্যবস্থা সর্বকালের সকল মানবতার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকরী। কিন্তু রাসূল(স.) এবং তাঁর সাহাবিদের রেখে যাওয়া দায়িত্ব কাউকে না কাউকে অবশ্যই পালন করতে হবে। তবেই তা ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, সভ্যতায় উপকারী হয়ে উঠবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অবস্থা অবলোকন করলে বুঝা যায় আজ আমরা কত দূরে অবস্থান করছি। কুরআনের আলোকে এবং রাসূল (স.) কর্তৃক প্রদর্শিত শিক্ষা নিয়ে বিশ্বের শীর্ষস্থানে অবস্থান করা মুসলিমরা আজ সবকিছু হারিয়ে অনেকটা পথহারা। এহেন মূহুর্তে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন সঠিক পথের দিশা দিতে পারে। এ প্রবন্ধে তাই কুরআনের আলোকে ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.১. সমস্যা নিরুপণ

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। যে জাতির শিক্ষাব্যবস্থা যত উন্নত সে জাতি তত উন্নত। বর্তমান বিশ্ব তাই শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে সচেষ্ট। কিন্তু সে শিক্ষাব্যবস্থায় বস্তুবাদী এবং পুঁজিবাদী মতবাদগুলো প্রাধান্য পাওয়ার ফলে শিক্ষার প্রকৃত সুফল থেকে মানবজাতি বঞ্চিত হচ্ছে। এর সমস্যার মূখ্য কারণ হলো, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তথ্য ও প্রযুক্তিকে যতটা না গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে ততটাই নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে হেয় করা হচ্ছে। ফলে, তথাকথিত শিক্ষিত কিংবা উচ্চ শিক্ষিতের হার বাড়ছে ঠিকই কিন্তু মানবতা সেখানে হারিয়ে যাচ্ছে। জয় হচ্ছে অর্থের, ক্ষমতার। অপরপক্ষে, অন্যায় অবিচারে নিষ্পেষিত হচ্ছে সর্বসাধারণ, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠও বটে। এ চিত্র বর্তমান বিশ্বের প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায়ই লক্ষ্যণীয়। যারা প্রতিকূল অবস্থার মুক্তির জন্যে কাজ করার সত্যিকার অর্থে ক্ষমতা রাখে তারাই সংখ্যালঘিষ্ঠদের এবং উপকারভোগীদের অন্তর্গত। সুতরাং তাদের চিন্তাপ্রসূত শিক্ষাব্যবস্থা তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করছে ভবিষ্যতের জন্যে। তাদের প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থায় তারাই উপকৃত হচ্ছে বেশি। অথচ নির্লজ্জের মতো সর্বসাধারণের, জাতি তথা বিশ্বমানতার কল্যাণের শ্লোগানে কাজ করে যাচ্ছে। এটিরও মূল কারণ নিজেদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা না থাকা। প্রকৃত অর্থে, ধর্ম ছাড়া নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জন করা সম্ভব নয়। সে কারণে, ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া অন্যকোন শিক্ষাব্যবস্থা মানুষদেরকে নৈতিক ও মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিতে রুপান্তর করতে পারবে না। ফলে, বর্তমান চিত্রগুলো স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। এ প্রতিকূলতাকে রুখে দেবার একমাত্র পথ হলো ধর্মীয় শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় নিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে ইসলাম এবং ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানই অধিকতর কার্যকরি হবে।

১.২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণাটি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে:

ক. কুরআনের আলোকে ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের রূপরেখা তুলে ধরা।

খ. বর্তমান পরিস্থিতি অবলোকনে ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা এবং

গ. বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের বাস্তবায়নের জন্য কিছু কার্যকরি প্রস্তাবনা পেশ করা।

২. গবেষণার পদ্ধতি

এ গবেষণাটি পর্যালোচনামূলক এবং বিশ্লেষণামূলক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বনে প্রণীত হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত হিসেবে কুরআনুল কারিমকে যথাযথভাবে অধ্যয়ন, পর্যালোচনা এবং আলোচনার সুবিধার্থে কিছু উদ্বৃতি দেয়া হয়েছে। কুরআনের ব্যাখ্যা হাদিস। সে হিসেবে হাদিসকেও গুরুত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অধ্যায়গুলো অধ্যয়ন এবং প্রয়োজনানুসারে উদ্বৃতি দেয়া হয়েছে। কুরআনের আয়াতের মূল অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাফসিরের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, বিষয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সাহিত্যকেও গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন, পর্যালোচনা ও কার্যক্ষেত্রে উদ্বৃতিও দেয়া হয়েছে। যাতে গবেষণার সত্যিকারের উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সহজলভ্য উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, লাইব্রেরির পাশাপাশি অনলাইন থেকেও উপকৃত হয়েছি। তবে, গঠনমূলক আলোচনার জন্য প্রতিষ্ঠিত মতবাদের বিকল্প নেই ভেবে চেষ্টা করা হয়েছে স্বীকৃত প্রকাশনা থেকে উদ্বৃত ও পর্যালোচনা করতে। প্রবন্ধটির শেষে গবেষণার সীমাবদ্ধতাও উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. গবেষণার ফলাফল ও পর্যালোচনা

সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে অত্র গবেষণার ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

৩.১. ইসলামী শিক্ষার পরিচয়

ইসলামী শিক্ষার মূলকথা হলো, যে শিক্ষা ইসলামকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয় তা-ই ইসলামী শিক্ষা। পরিভাষাগতভাবে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে তা উল্লেখ করেছেন। ইসলামী শিক্ষার আরবি পরিভাষায় পাঁচটি শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন: (১) তারবিয়্যাহ, (২) তা' লিম, (৩) তাদরিব, (৪) তা' দিব ও (৫) তাদরিস।[2] সে সব পরিভাষার সমন্বিত রুপ এভাবে হতে পারে, যে শিক্ষাব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক এবং এ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিতরা আল্লাহর একত্ববাদের পাশাপাশি রিসালাত, নবুয়ত ও দ্বীনি কার্যক্রমকে যথাযথ উপলব্ধি করার মাধ্যমে দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখেরাতের মুক্তির জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে উৎসাহী হবে।

৩.২. আল-কুরআনে ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞান

আল-কুরআন হলে ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত রুপায়ক। ওহির শুরু তাই পাঠের প্রতি নির্দেশ দিয়েই হয়েছিল।[3] এখানে ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের রূপায়ন যেমন করা হয়েছে তেমনি তাতে উৎসাহী হবার জন্যে তাগিদ দেয়া হয়েছে। সে শিক্ষাব্যবস্থার দুনিয়াবী ও আখেরাতের কল্যাণও উল্লেখ করা হয়েছে যা হবে একজন মু' মিন-মুসলিমের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে সম্পর্কে যে বিষয়গুলো অতিব গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

[2]. আব্দুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, (ঢাকা, বাংলাদেশ: শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ৬৮।

[3]. দেখুন: সূরা আল-'আলাক্ব, ৯৬:০১।

৩.৩. ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যে কোন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে মানুষের কাছে গ্রহণীয় কিংবা বর্জনীয় করে তোলে। যে কারণে, ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা কুরআনে এবং এর ব্যাখ্যা হাদিসে দেয়া হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষভাবে। সেসব নির্দেশনা পর্যালোচনা করে একথা বলা যায় যে, ইসলামী শিক্ষার মূললক্ষ্য হলো ইসলামকে যথাযথভাবে উপস্থাপন এবং উদ্দেশ্য হলো ইহলৌকিক কল্যাণের ও পরকালীন মুক্তি। সেখানে, তাওহিদ, রিসালাত, নবুয়ত, দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের সমন্নয় ঘটবে। পবিত্র কুরআন নাযিলের শুরুতেই তাই উচ্চারিত হয়েছে, "পড়। তোমার প্রভূর নামে যিনি মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক থেকে....।[4]" আল্লাহ তা 'আলা ঘোষণা করেছেন, "তাদের (অধিবাসীদের) প্রত্যেক অংশ থেকেই যেনো কিছু লোক দ্বীনের জ্ঞান লাভের জন্যে বেরিয়ে পড়ে, অতঃপর ফিরে গিয়ে যেনো নিজ নিজ এলাকার লোকেদেরকে সতর্ক করে যাতে করে তারা (ইসলাম বিরোধী কার থেকে) বিরত থাকতে পারে।[5]"

৩.৪. ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি

৩.৪.১. তাওহিদ ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা

আল্লাহর একত্ববাদের পরিচয় এবং তার অস্তিত্বের প্রমাণ করা ইসলামী শিক্ষার মুখ্য। এটি এজন্যে করা হয়েছে যাতে বান্দাহ আল্লাহকে চেনার পর নিজের অবস্থান অনুমান করে তার প্রতি আত্মসমর্পন করতে পারে। সুতরাং ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞান তাই তাওহিদ ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা।

৩.৪.২. কুরআন ও রসূলের সুন্নাহ হলো জ্ঞানের মূল উৎস

ইসলামের জ্ঞানের মূল উৎস দু'টি। কুরআন এবং সুন্নাহ। কুরআন আল্লাহর বাণী। এখানে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু তা কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষ। রসূলের হাদিস ও সুন্নাহ সেগুলোর ব্যাখ্যা স্বরুপ। এটিও এক প্রকারের ওহি।[6] সুতরাং ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো তা হবে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক।

৩.৪.৩. দুনিয়া ও আখেরাতের সমন্বয়

ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞান দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের সমন্বয় করে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ দুনিয়ার সফলতাই সত্যিকারের সফলতা নয় বরং চূড়ান্ত সফলতা আখেরাতে। কিন্তু সে সফলতা লাভের উপায় হলো দুনিয়ায় নিজের জীবনকে সেভাবে পরিচালিত করা। দুনিয়া হলো

[4]. সূরা আল-'আলাক, ৯৬ : ১-৬।

[5]. সূরা তওবাহ, ৯ : ১২২। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তিনি নিরক্ষরদের নিকট তাদের মধ্যে থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত (বাণী) শোনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে, আর তাদেরকে আল-কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়।" (সূরা আল-জুমু 'আ, ৬২:২)

[6]. রাসূল (স.) এর সম্পর্কে কুরআন বলছে, "তিনি (রাসূল) নিজে থেকে কিছুই বলেন না বরং যা তার ওপর ওহি হিসেবে অবতীর্ণ হয় তা ব্যতীত।" (সূরা আন-নাজম, ৫৩:৩)

আখেরাতের ক্ষেতস্বরুপ। এখানে তাই বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই।[7] খ্রিষ্টানদের বৈরাগ্যবাদের প্রতি সমালোচনা করে কুরআনে বলা হয়েছে, "আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটি তাদের উপর অবধারিত করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটি করতে গিয়ে যথাযথভাবে তা করতে পারেনি।"[8] দুনিয়া জীবনের মধ্যদিয়েই আখেরাতের সফলতাকে অর্জন করতে শিক্ষা দেয় ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞান।

৩.৪.৪. মানব কল্যাণপ্রসূত

ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম আরো একটি মূলনীতি হলো তা মানবকল্যাণে প্রণীত। এ শিক্ষাব্যবস্থা কোন অবস্থাতেই মানবজাতির জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে না। যুগ, জাতি, পরিবেশ ও পরিস্থিতি ভিন্নেও এটি সমানভাবে কার্যকর হবে।

৩.৫. ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের স্বরুপ ও প্রকৃতি

যে কোন শিক্ষাব্যবস্থায় চারটি মৌলিক বিষয় থাকাটা জরুরি। যথা: শিক্ষা সিলেবাস, শিক্ষক, ছাত্র এবং বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান। ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এ চারটি বিষয়কে অতি গুরুত্বের সাথে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শিক্ষা সিলেবাস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। ব্যাপক অর্থে শরয়ী সকল বিধি-বিধান তার কোর্স আউটলাইন। প্রারম্ভিক শিক্ষক হলেন আল্লাহ নিজেই।[9] এরপর সকল মানবতার জন্যে অনুকরণীয় অনুসরণীয় শিক্ষক হলেন রাসূল (স.) নিজেই। যিনি সরাসরি আল্লাহর ছাত্র। প্রাথমিকভাবে সাহাবিরা ছাত্র হলেও সকল মানবজাতিই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র। এখানে ধর্মীয়, জাতীয় কিংবা গোত্রিয় কোন ভেদাভেদ নেই। আর বিদ্যালয়ের মডেল হিসেবে রাসূল (স.) তাঁর নিজ বাড়ি এবং এ সংলগ্ন মসজিদকে আমাদের জন্য অনুকরণীয় হিসেবে রেখে গেছেন।[10] মসজিদু নববি শুধু মসজিদ ছিল না বরং তা ছিলো একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে কিছু অনাবাসিক ও আবাসিক ছাত্ররাও ছিলেন।[11] এ ছাড়াও সপ্তাহে একদিন অন্তত মসজিদু কুবাতে রাসূল (স.)

[7]. উদ্বৃত: মোছাঃ জীবননিছা, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস), (ঢাকা, বাংলাদেশ: ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭), পৃ. ৬৩.

[8]. সূরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ২৭।

[9]. সকল জ্ঞান আল্লাহর কাছে। (দেখুন: সূরা আল-আহকাফ, ৪৬ : ২৩ এবং সূরা আল-মুলক, ৬৭ : ২৬) তাছাড়া আদি মানব আদম (আ.) কে তিনিই সকল কিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। (সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৩১) তিনিই মানুষদেরকে বর্ণনা করতে শিখিয়েছেন। (সূরা আর-রহমান, ৫৫:৪)

[10]. এটি শুধু রাসূল (স.) এর ক্ষেত্রে নয়। বরং সকল নবি ও রাসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছিল মানবতার শিক্ষক রূপে। রাসূল (স.) যে শিক্ষক ছিলেন সে ব্যাপারে কুরআনে ঘোষণা করা হচ্ছে, "যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনায়, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে তোলে এবং তোমাদেরকে আল-কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়। আর তোমরা যা কিছু জানো না সেগুলো তোমাদের শিক্ষা দেয়।" (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৫২)

[11]. আবাসিক ছাত্ররা পরিচিত ছিলেন আহলে সুফফা হিসেবে। তাদের সংখ্যা ছিল ৭০। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবূ হুরায়রা (রা.)। এ সকল সাহাবিরা সর্বক্ষণ রসূলের সাহচর্য পাবার জন্যে মসজিদে নববিতে অবস্থান করতেন। তাছাড়া দূর দূরান্ত থেকেও দ্বীন শেখার জন্যে মসিজিদে নববিতে লোকজন আসতেন। তারা কেউ কেউ আবার কিছুদিন কিছু সময় এ মসজিদে কাটাতেন। এভাবে এটি শুধু ইবাদতের ঘর নয় বরং একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্যে যেতেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, কিংবা বয়সের পার্থক্য কোন বিষয় নয়। বরং ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় যে কেউ যে কোন বয়সেই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে।

৩.৬. ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষার উপকরণ

শিক্ষা উপকরণের প্রধান বিষয় হলো টেক্সটবই বা পাঠ্যবই। কুরআনে বর্ণিত ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানেও তাই পাঠ্যবই হলো সকল উম্মতদের উপর অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থ। প্রত্যেক নবি ও রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ এসব বই হলো অবশ্য পাঠ্য। "আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা যথাযথভাবে তা পাঠ করত।"[12] "তাদের কাছ থেকে কিতাবে কি অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? বরং কিতাবে যা ছিল তারা সে সবই পাঠ করেছে।"[13] ঠিক তেমনি আমাদের জন্য বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলপাঠ্য হলো কুরআন ও হাদিস। আল্লাহ তা 'আলা ইরশাদ করেন, "তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, যা তোমরা অধ্যয়ন কর।"[14] মুফাস্সিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ যে কিতাবের মাধ্যমে তোমরা অধ্যয়ন কর ও শিক্ষার্জন কর।[15] আল্লাহ আরও বলেন, "আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে।"[16]

পবিত্র আলকুরআন পঠন ও শিক্ষণে গৃহীত বিভিন্ন প্রক্রিয়া[17]

[12]. সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: ১২১।

[13]. সূরা আল-আ 'রাফ, ৭:১৬৯।

[14]. সূরা আল-ক্বালাম, ৬৮: ৩৭।

[15]. আবু বকর জাবের ইবন মূসা আল-জাযাইরী, আইসার আত-তাফাসীর লি কালামি আল-'আলী আল-কাবীর (আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারাহ: মাকতাবা আল-'উলূম ওয়া আল-হিকাম, ৫ম প্রকাশ, ২০০৩), খন্ড. ৫, পৃ. ৪১৪।

[16]. সূরা সাবা, ৩৪:৪৪।

[17]. চিত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: ও. আকরাম আবদ খলীফাহ আল-দুলাইমী, জাম 'উ আল-কুর' আন দিরাসাহ তাহলীলিয়্যাহ লি মারওয়িতিহি (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ২০০৬) পৃ. ২৩; ওও. সুয়ূতী, আবূ আল-ফাদ্বল জালালুদ্দীন, মুখতাসার আল-ইতক্বান ফী উলূম আল-কুর' আন, সংক্ষিপ্তকরণ: সালাহ উদ্দীন আরকাদান (বৈরুত: দার আল-নাফাইস, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭) পৃ. ৬৬; ওওও. মুহাম্মদ আব্দুল আযীম যারকানী, মানাহিল আল-'ইরফান ফী উলূম আল-কুর' আন, বিশ্লেষণ: আহমদ ইব্ন 'আলী (কায়রো: দার আল-হাদীস, ২০০১), খ. ১, পৃ. ২০৪; প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৪; ঠ. মান্না' খলীল ক্বাত্তান, মাবাহিস ফী উলূম আল-কুর' আন (কায়রো: মাকতাবা ওয়াহাবাহ, ১৪তম প্রকাশ, ২০০৭) পৃ. ১১৬. যারকানী, মানাহিল আল-ইরফান ফী উলূম আল-কুর' আন, খন্ড. ১, পৃ. ২০৫; . আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-জামি' আল-সাহীহ, বিশ্লেষণ: ড. মুস্তাফা দীব আল-বুগা (বৈরুত: দার ইব্ন কাসীর, ১৯৮৭), কিতাব আল-তাফসীর, বাবু ফা কাইফা ইজা জিইনা মিন কুল্লি উম্মাতিন বিশাহিদ....., খ. ৪, পৃ. ১৬৭৩, হাদীস নং ৪৩০৬ এবং ঠওওও. ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ (কায়রো: মুআস্সাসাহ কুরতুবাহ, সনবিহীন), মুসনাদে বাকী আনসার, হাদীস রাজুলুন মিন আসহাবি আল-নবী, খন্ড. ৫, পৃ. ৪১০, হাদীস নং ২৩৫২৯। উদ্বৃতিটি নেয়া হয়েছে: মুহাম্মদ রুহুল আমিন এবং মুহাম্মদ ফয়জুল হক, "আল-কুরআনে বর্ণিত শিক্ষা উপকরণ ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগ" , পিসল্যান্ড জার্ণাল, (ঢাকা, বাংলাদেশ: পিসল্যান্ড জার্ণাল, ২০১২), সংখ্যা, ১, পৃ. ৪৩।

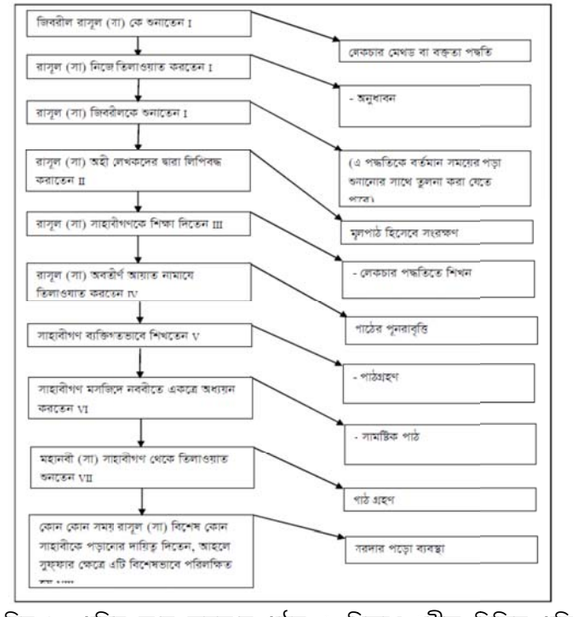

চিত্র-১: পবিত্র আল-কুরআন পঠন ও শিক্ষণে গৃহীত বিভিন্ন প্রক্রিয়া

শিক্ষার অন্যতম আরো একটি উপকরণের উল্লেখ আমরা কুরআনে পাই তা হলো 'কলম' । আল্লাহ নিজেই এটির মাধ্যমে মানুষদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে, "যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।" [18] কলম সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, "পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না।" [19]

শুধু তাই নয়, এ আয়াতে উল্লিখিত শব্দ 'মিদাদ' অর্থ কালি। বিখ্যাত আরবী অভিধান 'আল-মুজাম আল-অসীত' এর বর্ণনা অনুযায়ী, মিদাদ বলা হয় ঐ তরল পদার্থকে যার মাধ্যমে লেখা হয়। [20] আল্লামা যাবিইদী মিদাদ শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখিয়ে বলেন, ভাষাবিদগণ শব্দটিকে মূলত কালি অর্থে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। [21] সুতরাং কলম ও কালি ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের অপরিহার্য উপকরণসমূহের দু'টি।

আলো উল্লেখ্য যে, সৃষ্টির শুরুতেই এ কলম সৃষ্টি করা হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে বলেন, লেখ। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক!

[18] . সূরা আল-'আলাক ৯৬: ৪।
[19] . সূরা লুকমান ৩১: ২৭।
[20] . ইবরাহীম মুস্তফা ও অন্যান্য, আল-মুজাম আল-অসীত, বিশ্লেষণ: মাজমা আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ (কায়রো: দার আল-দা 'ওয়াহ, তা.বি.) খন্ড ২, পৃ. ৮৫৮।
[21] . মুহাম্মদ মুরতাজা আল-হুসাইনী আল-যাবীদী, তাজ আল-উরুস মিন জাওয়াহির আল-কামূস, বিশ্লেষণ: আবদুস সাত্তার আহমাদ ফাররাজ (কুয়েত: তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৭১), খন্ড ৯, পৃ. ১৬৫।

আমি কী লিখব? তিনি বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টিজগতের তাকদীর।" [22] একটা কথা লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমান যুগের লেখার যত উপকরণই আছে তা কলমের অন্তর্গত হবে।

কালি ও কলমের পাশাপাশি কাগজের কথাও এসেছে কুরআনে। ইরশাদ হচ্ছে, "যদি আমি কাগজে লিখিতভাবে আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তারা সহস্তে তা স্পর্শ করত, তবুও অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছু নয়।" [23] কাগজ বুঝানোর জন্য মহান আল্লাহ কুরআনে 'কিরতাস' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অভিধানবেত্তাদের মতানুযায়ী কিরতাস বলা হয় এমন পৃষ্ঠাকে যাতে লেখা হয়। কোন কোন সময় মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্যকেও কিরতাস বলা হয় এবং যখন সে উদ্দেশ্য পূরণ হয় তখন কিরতাস শব্দকে ক্রিয়ায় পরিণত করে ব্যবহার করা হয়। [24]

উপরোক্ত আল-কুরআন 'লাউহুন' শব্দে লেখার অন্য একটি উপকরণ উল্লেখ করেছে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে লাওহুন শব্দের বহুবচন আলওয়াহ, যার অর্থ ফলক, বোর্ড, তক্তা, পাত, সাইনবোর্ড, স্লেট, ট্যাবলেট, চেপটা খন্ড ইত্যাদি। [25] মহান আল্লাহ মুসা (আ)-এর উপর ফলক তথা পাতে লিখিত আকারে তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেন। "আর আমি তাঁকে ফলকে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়।" [26] এছাড়াও পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের স্থানকে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "বরং এটি সম্মানিত আল-কুরআন যা ফলকে সংরক্ষিত।" [27]

এসব উপকরণ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় অপরিহার্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইসলামি শিক্ষাবিজ্ঞান এগুলোকে আজ থেকে প্রায় ১৪৫০ বছর আগে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে যখন এ সবগুলোর উদ্ভবই হয়নি।

৩.৭. ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার পদ্ধতি

শিক্ষার পদ্ধতি যথাপোযুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত না হলে তার কার্যকরণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বিষয়টির গুরুত্ব ও বর্ণনা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখের মধ্যদিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আল্লাহ নিজেই শিক্ষক হয়ে শিখিয়েছেন রাসূল (স.) কে। কখনও কখনও আল্লাহর আদেশে জিব্রীল (আ.) ও দ্বীন শিখিয়েছেন রাসূল (স.) ও তার সাহাবিদেরকে। আর বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত এবং প্রমাণিত হয়েছেন রাসূল (স.)

[22] . আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা তিরমিযী, আল-জামি আল-সাহীহ সুনান আল-তিরমিযী, বিশ্লেষণ: আহমদ মুহাম্মদ শাকের ও অন্যান্য (বৈরুত: দার ইয়াহইয়া আল-তুরাস আল-'আরাবী, তা.বি.), কিতাব আল-কাদর 'আন রাসূলিল্লাহ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা-৪৫৭, হাদীস নং- ২১৫৫।
[23] . সূরা আল-আন 'আম, ৬:৭।
[24] . আল-জাওহারী, আস-সিহাহ, পৃ. ৯৩২। উদ্বৃত: মুহাম্মদ রুহুল আমিন এবং মুহাম্মদ ফয়জুল হক, "আল-কুরআনে বর্ণিত শিক্ষা উপকরণ ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগ" , পিসল্যান্ড জার্ণাল, (ঢাকা, বাংলাদেশ: পিসল্যান্ড জার্ণাল, ২০১২), সংখ্যা, ১, পৃ. ৪৫।
[25] . মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মুজামুল ওয়াফী) (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯) পৃ. ৮৫৫।
[26] . সূরা আল-আ 'রাফ, ৭: ১৪৫।
[27] . সূরা আল-বুরুজ, ৮৫: ২১-২২।

নিজেই।[28] তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।" [29] কার্যকরি সকল মাধ্যম ও পদ্ধতি রাসূল (স.) শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি নিজে পড়াতে ও লিখতে না জানলেও সাহাবিদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। শিক্ষাকে করেছেন অবশ্যম্ভাবী।[30] তথ্য দিয়েই তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে ক্ষান্ত হননি। বরং বাস্তবিক রূপে তিনি দ্বীনকে পালনের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন।[31]শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে শিক্ষা দিতেন সাহাবিদেরকে। [32] জটিল বিষয়গুলোকে সহজ ও সাবলিলভাবে উপস্থান করতেন। এটি ছিল কুরআনেরই নির্দেশ। [33]

হিকমত, উপদেশ এবং প্রয়োজনে উত্তমতার সাথে তর্ক-বিতর্কও ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতিসমূহের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে।[34] হাতে কলমে[35], কিসসা-কাহিনী[36], গল্প ও ইতিহাস বর্ণনা [37], ভয়-ভীতি[38], শাস্তি[39], সুসংবাদ[40] ও পুরুস্কারের[41] মাধ্যমেও শিক্ষা দেয়া হয়েছে কুরআনে। এসবগুলোই কার্যকরি শিক্ষাপদ্ধতি।

[28]. দেখুন: সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৫১।

[29]. আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, (বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাছ আল-'আরাবি, ১৯৯৪), খন্ড ৫, হাদিস নং ১৫৩।

[30]. ইবনে মাজাহ, সুনান, (বৈরুত: দারুল মা 'আরিফ, ১৯৯৭), হাদিস নং ২২৪।

[31]. যেমন সালাতের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, "তোমরা সালাত আদায় করো সেভাবে যেভাবে তোমরা আমাকে আদায় করতে দেখো।" বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহিহ, (বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাছ আল-আরাবি, হি. ১৪০০), হাদিস নং ২৬৫০।

[32]. কুরআনের দ্বারা তিনি নির্দেশিত হয়েছিলেন এ ব্যাপারে। আল্লাহ বলেন, "এ কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে নাযিল করেছি যাতে তুমি বিরতি দিয়ে দিয়ে তা লোকদেরকে শোনাও এবং এ গ্রন্থকে আমরা ক্রমশ নাযিল করেছি।" (সূরা বণি ইসরাঈল, ১৭ : ১০৬)

[33]. সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৭। এছাড়া রাসূল (স.) ও তাঁর সাহাবিদেরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "মানুষদেরকে শিক্ষাদান করো এবং তা (বিষয়গুলোকে) সহজ করে পেশ করো। আর যখন তোমার মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হয় তখন চুপ থাকবে।" আল-বুখারি, আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহিহ, হাদিস নং- ২৪৫।

[34]. ইরশাদ হচ্ছে, "আপন পালনকর্তার প্রতি আহবান করুন হিকমাহ সহকারে, উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করুন তাদের সাথে।" (সূরা আন-নাহল, ১৬ : ১২৫)

[35]. দেখুন: সূরা সূরা আল-'আলাক ৯৬: ৪; সূরা লুকমান ৩১: ২৭; সূরা আলে 'ইমরান ৩:৪৪; সূরা আল-ক্বালাম ৬৮: ১; সূরা আল-'আলাক্ব, ৯৬: ৪; সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: ৭৯।

[36]. নবি ইউসূফ (আ.) এর ঘটনা বর্ণনা করতে আল্লাহ বলেন, "আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কুরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি....।" সূরা ইউসূফ, ১২ : ৩।

[37]. দেখুন: সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৩০, ৫১, ৫৪, ৬১, সূরা আল-আ 'রাফ, ৭ : ১৩৪ ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

[38]. দেখুন: সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৩৮, সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ১৮; সূরা আত-তওবাহ, ৯ : ৩৪ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ।

[39]. দেখুন: সূরা আল-বাকারাহ, ২ :৭, ১০, ১৭৪; সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪, ৭৭, ৯১, ১০৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৮; সূরা আত-তওবাহ, ৯ : ৬৮, ৭৯; সূরা আর-রা 'আদ, ১৩ : ৩৪; সূরা ইবরাহিম, ১৪ : ২২; সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৬৩, ১০৪ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ।

[40]. দেখুন: সূরা আল-বাকারাহ, ২: ২৫, ৯৭, ১৫৫, ২১৩, ২২৩; সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭০, ১৭১, সূরা আত-তওবাহ, ৯ : ২১ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ।

[41]. দেখুন: সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৮২; সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩৩; সূরা আন-নিসা, ৪ : ১২৪; সূরা আল-আ 'রাফ, ৭ : ৪২; সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৩২; সূরা আল-ইসরা ', ১৭ : ৯১।

৩.৮. ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান পরিস্থিতিতে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটি কার্যকরি শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বের জন্য অত্যাবশ্যক। সেক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমরা বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

আল্লাহ তা 'আলা ওহির শুরুতেই পড়ার নির্দেশ করে শিক্ষার প্রতি যে গুরুত্বারোপ করেছেন তা অন্যান্য আসমানী গ্রন্থেও বিরল। শিক্ষাকেই মানবজীবনে স্বকীয়তা এনে দিয়েছে সকল সৃষ্টিকূলের মাঝে। উত্তমতার বিচারে শিক্ষাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহ নিজেই এ শিক্ষাব্যবস্থার শুধু রূপ দেননি বরং শিখিয়েছেনও। তিনি শিখিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। নবি ও রাসূল প্রেরণ করেছেন সমগ্র মানবজাতিদেরকে শেখানোর জন্য। এতকিছু এমনি এমনি হয়নি। বরং তার প্রতি গুরুত্বারোপের কারণেই সৃষ্টিকর্তা নিজেই এতটা গরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখব যে জাতি শিক্ষায় যত উন্নত সে জাতি অর্থ, ক্ষমতা ও মর্যাদায়ও তত উন্নত। তাইতো সচেতন সবাই সচেষ্ট গুণগত শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে। কিন্তু তবুও সফলতা যেন আসছে না কোনভাবেই। উপায় খুঁজে পেতে কত কী-ই না করছে?

এমতাবস্থায় সার্বিক বিবেচনায় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা পথহারা জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারে। তাছাড়া এ শিক্ষাকে অবশ্যম্ভাবী করা হয়েছে।[42] নবি ও রাসূলগণ ছিলেন শিক্ষক[43]। তাই শিক্ষকতা হয়েছে সর্বোত্তম পেশা।[44] তদুপোরি, দুনিয়ায় শান্তি ও কল্যাণ এবং আখেরাতে মুক্তির জন্যে এ শিক্ষাব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই।

৩.৯. ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞান বাস্তবায়নে প্রতিকূলতাসমূহ

পরিস্থিতির আলোকে ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞান বাস্তবায়নের প্রতিকূলতা অনেক। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

১. ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকা

শুধু বাংলাদেশের কথাই যদি আমরা উদাহরণ হিসেবে নেই তাহলে দেখব মোট জনসংখ্যার ৯২ শতাংশ মুসলিমের মধ্যে কতজন কুরআন পড়তে জানে? যারা কুরআন পড়তে জানে তাদেরইবা কতজন এর অর্থ জানে? যারা অর্থ জানে তাদেরইবা কতজন এ থেকে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে পারে অর্থাৎ ইসতিনবাত করতে পারে? কুরআন না বুঝলে, হাদিস না বুঝলে ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা না থাকলে কিভাবে ইসলামকে আমাদের জীবনে পালন করব বা অন্যদেরকে পালনে উৎসাহ দিব?

২. ঈমানের দুর্বলতা

মু'মিন ও মুসলিমদের মাঝে ঈমানের দূর্বলতা তাদেরকে ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চলতে অনুৎসাহিত করে। ফলে, ইসলামী শিক্ষার সাথে মুসলিমদের কাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সে কারণে, সাধারণের চোখে ইসলামী শিক্ষার আর কোন গুরুত্ব থাকে না।

[42]. ইবনে মাজাহ, সুনান, হাদিস নং ২২৪।

[43]. সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: ১২১; সূরা আ 'রাফ, ৭:১৬৯; সূরা আল-ক্বালাম, ৬৮: ৩৭।

[44]. হাদিসে এসেছে, "তোমাদের সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" বুখারি, সহিহ, হাদিস নং- ৫০২৮।

৩. বস্তুবাদী চিন্তার প্রসারতা

সমাজে অর্থ-সম্পদ এবং ক্ষমতাই মান-মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সেখানে ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ কোন বিষয় না। এহেন পরিস্থিতিতে ধর্মীয় বিষয়গুলো সামনে আসলে নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ ঐসবের মাপকাঠি হয়ে উঠে। যে কারণে, বস্তুবাদী চিন্তা চেতনার ব্যক্তিরা ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসারে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বাধা দিয়ে থাকে।

৪. ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার ও প্রভাব

ধর্মনিরপেক্ষতা বর্তমান বিশ্বের সকল ধর্মের জন্যেই হুমকি স্বরুপ। এর প্রসারতা ভিন্ন ভিন্ন কারণে বিশ্বময় লাভ করছে। এ মতবাদীরা যেকোন মূল্যে শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মকে দূরে রাখার প্রত্যয় নিয়ে যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে। এসবের দুনিয়াবী কিন্তু অনৈতিক সুবিধা অনেক। ঠুনকো সেসব সুবিধার জন্যে চূড়ান্ত ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে অনেক মুসলিমও।

৫. আন্তর্জাতিক প্রভাব

ক্ষমতাশীল প্রত্যেক রাষ্ট্রই চায় তার মতবাদ বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করুক। বর্তমান সময়ে বিশ্বমোড়লের আসীনে যারা আছে তারা কখনই চাইবে না অমুসলিম বিশ্বে শুধু নয় মুসলিম বিশ্বেও ইসলামী শিক্ষার প্রসার হোক। কারণ, এটি তাদের ভয়ের কারণও। যে কারণে, বিভিন্ন উপায়ে এটিকে অকার্যকর করার প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি।

৩.১০. প্রতিকূলতাসমূহ উত্তোরণের উপায়সমূহ

প্রতিকূলতা যাহোক পরিত্রাণের উপায় অবশ্য আছে। সে উপায়গুলো খুঁজে বের করা যেমনি জরুরি তেমনি তা বাস্তবায়ন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করাও জরুরি। বর্তমান পরিস্থিতি উত্তোরণের অনেকগুলো উপায় বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে উল্লেখ করে থাকে। তন্মধ্যে কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্যের জ্ঞানার্জন

জ্ঞানই সকল সমস্যার সমাধান। তাছাড়া কুরআন তো সমস্যা সমাধানের জন্যেই এসেছে। রাসূল (স.) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে তাই বলেছিলেন, "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি সেগুলোকে সঠিকভাবে ধরে রাখতে পারো তাহলে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো, কুরআন ও আমার সুন্নাহ।" তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক এ যুগে ইসলামী সাহিত্যের আধুনিকায়ন প্রয়োজন। যতটা তা হওয়া উচিৎ সে পরিমাণ এখনও আমরা উন্নত করতে পারিনি। তদুপোরি, এসব সাহিত্য সম্পর্কেও আমাদেরকে জানতে হবে। অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান যত বাড়বে প্রতিকূলতা তত তাড়াতাড়িই উত্তোরণ করতে পারব।

২. ঈমানি দৃঢ়তা বৃদ্ধি

সত্যিকার অর্থে ঈমানি দৃঢ়তাই আমাদেরকে সঠিক জ্ঞানে, সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। আমরা তখনই দুনিয়ামূখী হই যখন আল্লাহর উপর আমাদের বিশ্বাস ও নির্ভরতা কমতে থাকে। এটি অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি, আবার অনেক সময় বুঝতে সক্ষম হইনা। তাইতো বড় বড় ইসলামিক স্কলারদের ছেলে মেয়েদেরকে কুরআন হাদিসের জ্ঞানের চেয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থায় পড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহী দেখা যায়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে যাতে ভাল চাকুরি পায় কিংবা আয় করতে পারে। এটি খুবই দুঃখজনক হারে বাড়ছে।

৩. আখেরাতের চিন্তা সার্বক্ষণিক করা

সত্যিকার অর্থে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসীরা দুনিয়ার অবৈধ ও অনৈতিক কাজ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারে। জবাবদিহিতরা ব্যাপারে নিশ্চিত হলে মুসলিমরা অন্তত আর পুঁজিবাদী, বস্তুবাদী কিংবা ধর্মনিরেপক্ষতাবাদী হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু এটি এমনি হয়ে উঠবে না। তার জন্যে প্রয়োজন, মানুষদেরকে সচেতন করা। সুতরাং যোগ্যদেরকে এ ব্যাপারে অগ্রগামী হতে হবে। যোগ্যতা, সাবলম্বীতা, ক্ষমতাও আল্লাহর নে' আমত। এটির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে তারও জবাবদিহিতা করতে হবে।

৪. ইসলামী শিক্ষাগুলো যুগোপযোগী করে তুলে ধরা

ইসলামকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে না পারার কারণে এটির কার্যকরণ ও বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ইসলামী শিক্ষাকে তখন সেকেলে কিংবা পশ্চাদমূখি মনে করে মুসলিমরাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অথচ ইসলামী শিক্ষা হলো সত্যিকারের মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও বিভাগগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা তাদের শিক্ষা কার্যক্রম ও সিলেবাসকে এভাবে প্রণয়ন করতে পারে যাতে কুরআন হাদিসের শিক্ষিতরা সত্যিকারে মানুষের দুনিয়াবি ও আখেরাতের জন্যে সমন্বিতভাবে উপকারে আসতে পারে। যেমন, এখান থেকে পাশ করা ছাত্ররা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এসব বিদ্যা কি ইসলামী শিক্ষার মধ্যে নেই? তাহলে কেন একজন ভাল আলেম কিংবা ইসলামী চিন্তাবিদকে এসব পেশায় আমরা দেখতে পাই না? এটি যত তাড়াতাড়ি আমরা অনুধাবন করতে পারব এবং বাস্তবায়ন করতে পারব তত তাড়াতাড়ি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য শুধু নয় বরং বিশ্বমানবতার মুক্তির উপায় হিসেবে একমাত্র পথ হিসেবে উপহার দিতে পারব।

৫. যোগ্য লোক তৈরি করা

এটিই সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। যোগ্যতার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য সবাই। আভ্যন্তরীন কিংবা বাহ্যিক যত চাপই থাকুক না কেন যদি যোগ্যতাসম্পন্ন লোকবল তৈরি করা যায় তাহলে এগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। আমাদের পূর্বসূরীরা সে সবের উদাহরণ রেখে গেছেন। ইবনে সিনাকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক তার যোগ্যতা ও অবদানের কারণেই মুসলিম-অমুসলিম বিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছে। তারই অবদানকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা চলছে। তাই ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যবাদীর লড়াইয়ে যোগ্য লোকবল তৈরির কোন বিকল্প নেই।

৪. উপসংহার ও প্রস্তাবনা

ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞান একটি কল্যাণমূখি দুনিয়া ও আখেরাতের সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা। এ শিক্ষাব্যবস্থায় আল্লাহর একত্ববাদ, নবুয়ত ও রিসালতের প্রতি শুধু বিশ্বাসই নয় বরং আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান এবং রাসূল (স.)এর প্রদর্শিত পথে নিজেদেরকে চলতে এবং অন্যদেরকে উৎসাহী করে তুলে। ফলে, দুনিয়ার কল্যাণ যেমন নিশ্চিত হয় তেমনি আখেরাতের সফলতার ও নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। এখানে মানুষের দৈহিক এবং আত্মিক সফলতারও সমন্বয় ঘটে। ফলে, একজন ব্যক্তির জীবনের সকল বিষয়ের, প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট হয়। নৈতিকতা ও

মূল্যবোধ সেখানে অবশ্যম্ভাবী হিসেবে দেখা দেয়। এ শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল সিলেবাস হলো কুরআন ও হাদিস আর শিক্ষক হলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। পাঠশালা হলো গোটা বিশ্ব এবং ছাত্র হলো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই। দৈহিক ও আত্মিক, দুনিয়াবী ও আখেরাতের সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা এটি। ফলে, জীবনের চূড়ান্ত সফলতা লুকায়িত আছে এ শিক্ষাবিজ্ঞানে। কিন্তু দূর্ভাগ্য আমাদের যে, এ শিক্ষাবিজ্ঞানকে আমরা সুস্পষ্টভাবে এবং যুগোপযোগী হিসেবে তুলে ধরতে কখনই সক্ষম হইনি। কিন্তু এখন সময় এসেছে এ নিয়ে আমাদের চিন্তা করার এবং সত্যিকার অর্থেই তার বাস্তবায়নে নিজেদেরকে উৎসর্গ করার। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

৫. গ্রন্থসূত্র

আব্দুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, (ঢাকা, বাংলাদেশ: শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১৪)।

আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-জামি' আল-সাহীহ, বিশ্লেষণ: ড. মুস্তাফা দীব আল-বুগা (বৈরুত: দার ইব্ন কাসীর, ১৯৮৭)।

আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা তিরমিযী, আল-জামি আল-সাহীহ সুনান আল-তিরমিযী, বিশ্লেষণ: আহমদ মুহাম্মদ শাকের ও অন্যান্য (বৈরুত: দার ইয়াহইয়া আল-তুরাস আল-'আরাবী, তা.বি.)।

আবু বকর জাবের ইব্ন মূসা আল-জাযাইরী, আইসার আত-তাফাসীর লি কালামি আল-'আলী আল-কাবীর (আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারাহ: মাকতাবা আল-'উলূম ওয়া আল-হিকাম, ৫ম প্রকাশ, ২০০৩), খন্ড. ৫।

মুহাম্মদ রুহুল আমিন এবং মুহাম্মদ ফয়জুল হক, "আল-কুরআনে বর্ণিত শিক্ষা উপকরণ ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগ", পিসল্যান্ড জার্ণাল, (ঢাকা, বাংলাদেশ: পিসল্যান্ড জার্ণাল, ২০১২), সংখ্যা, ১।

আকরাম আবদ খলীফাহ আল-দুলাইমী, জামি 'উ আল-কুর' আন দিরাসাহ তাহলীলিয়্যাহ লি মারওয়িতিহি (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ২০০৬)।

আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, (বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাছ আল-'আরাবি, ১৯৯৪)।

ইবনে মাজাহ, সুনান, (বৈরুত: দারুল মা 'আরিফ, ১৯৯৭)।

ইবরাহীম মুস্তফা ও অন্যান্য, আল-মুজাম আল-অসীত, বিশ্লেষণ: মাজমা আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ (কায়রো: দার আল-দা 'ওয়াহ, তা.বি.) খন্ড ২।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ (কায়রো: মুআস্সাসাহ কুরতুবাহ, সনবিহীন), মুসনাদে বাকী আনসার, হাদীস রাজুলুন মিন আসহাবি আল-নবী, খন্ড. ৫।

বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহিহ, (বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাছ আল-আরাবি, হি. ১৪০০)।

মান্না' খলীল ক্বাত্তান, মাবাহিস ফী উলূম আল-কুর' আন (কায়রো: মাকতাবা ওয়াহাবাহ, ১৪তম প্রকাশ, ২০০৭)।

মুহাম্মদ আব্দুল আযীম যারকানী, মানাহিল আল-'ইরফান ফী উলূম আল-কুর' আন, বিশ্লেষণ: আহমদ ইব্ন 'আলী (কায়রো: দার আল-হাদীস, ২০০১), খ. ১।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মুজামুল ওয়াফী) (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯)।

মুহাম্মদ মুরতাজা আল-হুসাইনী আল-যাবীদী, তাজ আল-উরুস মিন জাওয়াহির আল-কামূস, বিশ্লেষণ: আবদুস্সাত্তার আহমাদ ফাররাজ (কুয়েত: তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৭১), খন্ড ৯।

মুহাম্মদ রুহুল আমিন এবং মুহাম্মদ ফয়জুল হক, "আল-কুরআনে বর্ণিত শিক্ষা উপকরণ ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগ", পিসল্যান্ড জার্ণাল, (ঢাকা, বাংলাদেশ: পিসল্যান্ড জার্ণাল, ২০১২), সংখ্যা, ১।

মোছাঃ জীবননিছা, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস), (ঢাকা, বাংলাদেশ: ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭)।

সুয়ূতী, আবূ আল-ফাদ্বল জালালুদ্দীন, মুখতাসার আল-ইতক্বান ফী উলূম আল-কুর' আন, সংক্ষিপ্তকরণ: সালাহ উদ্দীন আরকাদান (বৈরুত: দার আল-নাফাইস, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)।